জীবননগরে ট্রেনে কাটা পড়ে কিশোরের মৃত্যু

জীবননগরে ট্রেনে কেটে নাজির হোসেন (১৬) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২ টার সময় জীবননগর উপজেলার আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বাজদিয়া গ্রামের কুবরেগাড়ী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত নাজির হোসেন বাজদিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার আনোয়ার হোসেনের ছেলে। সে পেশায় একজন ইট ভাটার শ্রমিক ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, নাজির হোসেন মঙ্গলবার বেলা সোয়া ১২ টার সময় খান ইট থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন।সে কুবরেগাড়ী লাইন পাড়া নামক স্থানে রেললাইনের উপর দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় খুলনা হতে ঢাকা গামী আন্তঃনগর চিত্রা এক্সপ্রেস তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই নাজির হোসেনের মৃত্যু হয়।

পরে স্থানীয়দের সহযোগীতায় ওই কিশোরের মরদেহের চারটি খন্ড বস্তায় করে বাড়িতে নেয়া হয়। স্থানীয় ইউপি সদস্য জহিরুল হক বলেন, কিশোর নাজির হোসেন মানষিক ভারসাম্যহীন ছিল বলে তার পরিবার সুত্রে জানতে পেরেছি।সে হয়ত রেললাইন পার হওয়ার সময় অসাবধানতায় ট্রেনের নিচে পড়লে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। এ সময় তার শরীর চারখন্ড হয়ে যায়। পরে এলাকার কিছু শ্রমিক বস্তায় করে তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসে।

জীবননগর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল খালেক বলেন, বিষয়টি শোনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে ছিলাম এবং রেল পুলিশকে জানানো হয়। এদিকে কিশোর নাজির হোসেনের মৃত্যুতে নিহতর পরিবার সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চুয়াডাঙ্গায় ছেলের হাতে মা খুন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পিরোজখালি গ্রামে মাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে মুকুল নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে।

শনিবার বিকেল ৫টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। ওই ঘটনায় তাকে আটক করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। নিহত জবেদা খাতুন পিরোজখালী গ্রামের আসান আলীর স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান, বিকেলে সংসারের কাজ শেষে ঘরের বারান্দায় বসে ভাত খাচ্ছিলেন জবেদা খাতুন। এসময় তরকারি চাওয়া নিয়ে ছেলে মুকুলকে বকা দেন জবেদা খাতুন। ছেলেকে একটি থাপ্পড়ও দেন তিনি। একপর্যায়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে পাশে থাকা ধারালো দা দিয়ে তার মাকে কোপাতে থাকে মানসিক ভারসাম্যহীন মুকুল। ঘটনাস্থলেই নিহত হন জবেদা খাতুন।

নিহত জবেদা খাতুনের বড় ভাই আলা উদ্দিন জানান, মুকুল বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। সে মাদকাসক্ত ছিল। পরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে সে। তার দুইবার বিয়ে হয়েছিল। মাদকাসক্তের কারণে তার সংসার বেশিদিন স্থায়ী ছিলো না। তিনি আরও জানান, বেশ কিছুদিন আগে মাঠের জমি ও বাড়ি তার নামে লিখে দিতে বলে মুকুল। এ নিয়ে তার বাবা মায়ের সাথে তার প্রায়ই বিরোধ হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মহসীন বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আটক মুকুলের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সোহান নামের এক যুবককের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দর্শনা- জীবননগর সড়কের রশিকশাহ মাজারের নিকট এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহান (১৭) দর্শনা আকোন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার সাহিদুল ইসলামের ছেলে। দর্শনার মালেকের ওয়ার্কসপের শ্রমিক। প্রত্যক্ষদর্শী হিমেল নামের এক যুবক বলে, সোমবার দুপুরে আমি ওই পাম্পে তেল নিচ্ছিলাম। মোটরসাইকেলটি আমার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা সড়কে আছড়ে পড়ে। আমি ওয়ার্কসপ মালিককে খবর দিই।
ওয়ার্কসপের মালিক আব্দুল মালেক বলেন, দুপুরের খাবার খেতে মোটরসাইকেল চালিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল সোহান। এসময় দর্শনা-জীবননগর সড়কের রশিকশাহ মাজারের নিকট পৌঁছালে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা সড়কে উল্টে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সোহানের বাবা-মাসহ পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ছুটি আসে। এসময় তাদের কান্নায় হাসপাতালের বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। নিহত সোহান দুই ভায়ের মধ্যে বড়।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালর জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মাহাবুবুর রহমান বলেন, হাসপাতালে নেয়ার আগেই সে মারা যায়। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মহসীন পিপিএম (বার) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গতকাল রাত সাড়ে ১০ টায় তার জানাজা শেষে আক্ন্দবাড়িয়া কবরস্হানে দাফন সম্পর্ন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালায় সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের মনিরুল নিহত

মেহেরপুর- চুয়াডাঙ্গা সড়কের কুলপালায় বালু ভর্তি ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে মনিরুল ইসলাম (৪০) এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
আজ বুধবার ভোর ৫টার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মনিরুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কুপাজ উদ্দিনের ছেলে। জানা গেছে, মনিরুল ইসলাম গতকাল বিকেলে কলা বিক্রির উদ্দেশ্যে বরিশালে যান। বরিশাল থেকে মেহেরপুরে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। চুয়াডাঙ্গার কুলপালা নামক স্থানে এসে পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারালে সামনে থাকা বালুভর্তি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মনিরুল ইসলাম মারা যান এবং পিকআপ চালক মোঃ বকুল (৩৫) গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম এসে তাদেরকে

উদ্ধার করেন।

চুয়াডাঙ্গাতে করোনায় সাংবাদিক ডালিমের ইন্তেকাল

যমুনা টেলিভিশন ও ইউএনবি’র চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ও দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ডালিম (৩৮) করোনায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর তিন টার দিকে ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মানিক আকবর জানান, গত ১৮ জুলাই ডালিম করোনায় আক্রান্ত হন। অবস্থার অবনতি হলে ২১ জুলাই তাকে চুয়াডাঙ্গা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ সকালে তার অবস্থার আরো অবনতি হলে তাকে ঢাকায় নেওয়া হয়। ঢাকার গাবতলি পৌছানোর পর অ্যাম্বুলেন্সে থাকা চিকিৎসক দ্রুত সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

তিনি আরো জানান, মরদেহ চুয়াডাঙ্গায় পৌছানোর পর জানাযার সময় ও অন্যান্য কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তার এ অকাল মৃত্যুতে মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার গভিরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে একজন নিহত

চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে আশাদুল হক নামের একজন পাওয়ার ট্রিলার চালক নিহত হয়েছে। রবিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শ্রীকোল বোয়ালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আশাদুল হক (৪২) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হানুরবাড়াদি গ্রামের স্কুলপাড়ার মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে শ্রীকোল বোয়ালিয়া গ্রামের মৃত লাল মোহাম্মদের ছেলে রবিউল ইসলাম (৬৫)। আহত রবিউল ইসলামকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে শ্রীকোল বোয়ালিয়া স্কুলের নিকট একটি আম বাগান থেকে পাওয়ার ট্রিলারে আম বোঝায় করে চুয়াডাঙ্গা যাচ্ছিলেন আশাদুল হক। এসময় শুরু হওয়া বৃষ্টির সাথে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় আশাদুল হক। এসময় তার সাথে থাকা রবিউল ইসলাম আহত হয়। স্থানীয় লোকজন আহত রবিউল ইসলামলে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। নিহত আশাদুল হকের লাশ তার নিজ বাড়িতে নেয়া হয়েছে ।

দামুড়হুদায় আনসার ও ভিডিপির পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী

শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ

দামুড়হুদায় আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় দুস্থ আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের জন্য মহাপরিচালক এর পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আনসার ও ভিডিপি কার্যালয় থেকে আনসার ও ভিডিপি ৫০ জন নারী - পুরুষের মাঝে চাল,ডাল তৈল আলু, পেঁয়াজ, ঈদ শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আনসার ও জিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর ব্যবস্থাপক নজরুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রভাষক শরিফুল আলম মিল্টন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব, উপজেলা আনসার ও জিডিপি কার্যালয়ের প্রশিক্ষক চায়না খাতুন প্রমূখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা আনসার ও জিডিপি কার্যালয়ের প্রশিক্ষক আশরাফুল ইসলাম।

শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ কালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, মহামারী করোনা প্রতিরোধে সকলকে সচেতনতা সাথে চলাচল করতে হবে। বাইরে চলাচল করলে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। সরকারের দেওয়া সকল স্বাস্থ্য বিধি যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে।

সকলের সচেতনতায় করোনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। নিজে সুস্থ থাকুন, পরিবারকে সুস্থ। সর্বোপরি আপনাদের ঈদ হোক আনান্দের।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপে আরিয়ান ফিরে পেল

তার পিতৃস্নেহ

চুয়াডাঙ্গায় মানবিক কাজের পাশাপাশি সকল ধরনের মানুষের বিপদে-আপদে কাজ করে যাচ্ছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম। এরইমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় মানবিক পুলিশ সুপার নামে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে পুরো চুয়াডাঙ্গা জেলার মানুষের মাঝে। পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি মানবিক কাজে এগিয়ে আসার জন্য সুনাম অর্জন করেছেন তিনি।

১১ ই মে বেলা সাড়ে বারোটার সময় পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় মোছাঃ ববিতা খাতুন, ফিরে পেল তার সুখের সংসার, আরিয়ান ফিরে পেল পিতৃ স্নেহ। মোছাঃ ববিতা খাতুন (২৮), পিতা- মোঃ রমজান আলী, সাং- ভাংবাড়ীয়া, থানা- আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর সাথে অনুমান ১২ বছর পূর্বে মোঃ আশাবুল ইসলাম (৩০), পিতা-ছুরালী মন্ডল, সাং- ভাংবাড়ীয়া মন্ডল পাড়া, থানা-আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বিবাহ হয়। তাদের সংসার জীবনে আরিয়ান (০৬) নামের ফুটফুটে একটি সন্তান রয়েছে।

বিয়ের কয়েক বছর পর হতে যৌতুকের দাবিতে মোঃ আশাবুল তার স্ত্রী ববিতা খাতুনের সাথে পারিবারিক কলহে জড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে আশাবুল ববিতা খাতুনকে শরিরীক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। ইতোমধ্যে ববিতা খাতুন যৌতুক দিতে ব্যার্থ হওয়ায় ০২ বছর পূর্বে আশাবুল ইতি খাতুন নামক একজনকে বিবাহ করে হাটবোয়ালিয়া, বাসাভাড়া করে থাকতে শুরু করে এবং ববিতা খাতুন ও তার সন্তানের কোন খোজ খবর নেয় না।

ববিতা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় তার সমস্যার সমাধান চেয়ে যোগাযোগ করেও কোন সমাধান না পেয়ে। অবশেষে তার অসহায়ত্ব থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা নিকট আসেন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত বিষয়টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তার কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এর দায়িত্ব প্রাপ্ত এএসআই (নিরস্ত্র) মিতা রানী কে দায়িত্ব দেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন।

পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় মোঃ আশাবুল ইসলাম তার স্ত্রী মোছাঃ ববিতা খাতুনের সাথে পুনরায় সংসার করতে ও সন্তানের ভরণ পোষণ দিতে সম্মত হয়। অবশেষে পুলিশ সুপার এর

হস্তক্ষেপে মোছাঃ ববিতা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার ও আরিয়ান ফিরে পেল পিতৃ স্নেহ।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৫ শত গ্রাম গাঁজা সহ মোঃ আসান (৪০) নামের একজন মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানের নির্দেশে পুলিশ গোপন সংবাদের প্রেক্ষিতে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এস আই ইমরান হোসেন পুলিশের একটি টিম চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন হাতি কাটায় অভিযান চালান।

এসময় রাশিদুলের ফলের দোকানের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মোঃ আসান(৪০) কে হাতেনাতে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে। আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় বেশ কয়েকটি মাদকের মামলা আছে। এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে আরো একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা বিভিন্ন সাহিত্য পরিষদ উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি, আলা উদ্দিন আহমেদ পাঠাগার ও কলমিলতা সাহিত্য পত্রিকার আয়োজনে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকেল ৬ টার দিকে শহরের একটি হোটেলে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গোস্বামী দূর্গাপুর হাইস্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক মাঃ মনিরুজ্জামান।

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও অবঃ শিক্ষক ওমর আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি শাহ আলম মন্টু।

গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সমন্বয়ক ও প্রেসক্লাব সেক্রেটারি হামিদুল ইসলাম আজমের উপস্থাপনায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কবি আ.ফ.ম. সিরাজ সামজি|

বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা গাঙচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি কবি জামিরুল ইসলাম খান জামিল, সেক্রেটারি কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক কবি শাহিনুর রহমান অপূর্ব, আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের পরিচালক ও কবি গোলাম রহমান চৌধুরী।

এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদস্য ইয়ামিন, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব শামীম রেজা,শাহাবুল হক, ডাঃ আতিক বিশ্বাস, সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, তানভীর সোহেল, আজহারুল ইসলাম রাতুল প্রমুখ।